হ্যানিম্যানের অর্গ্যানন

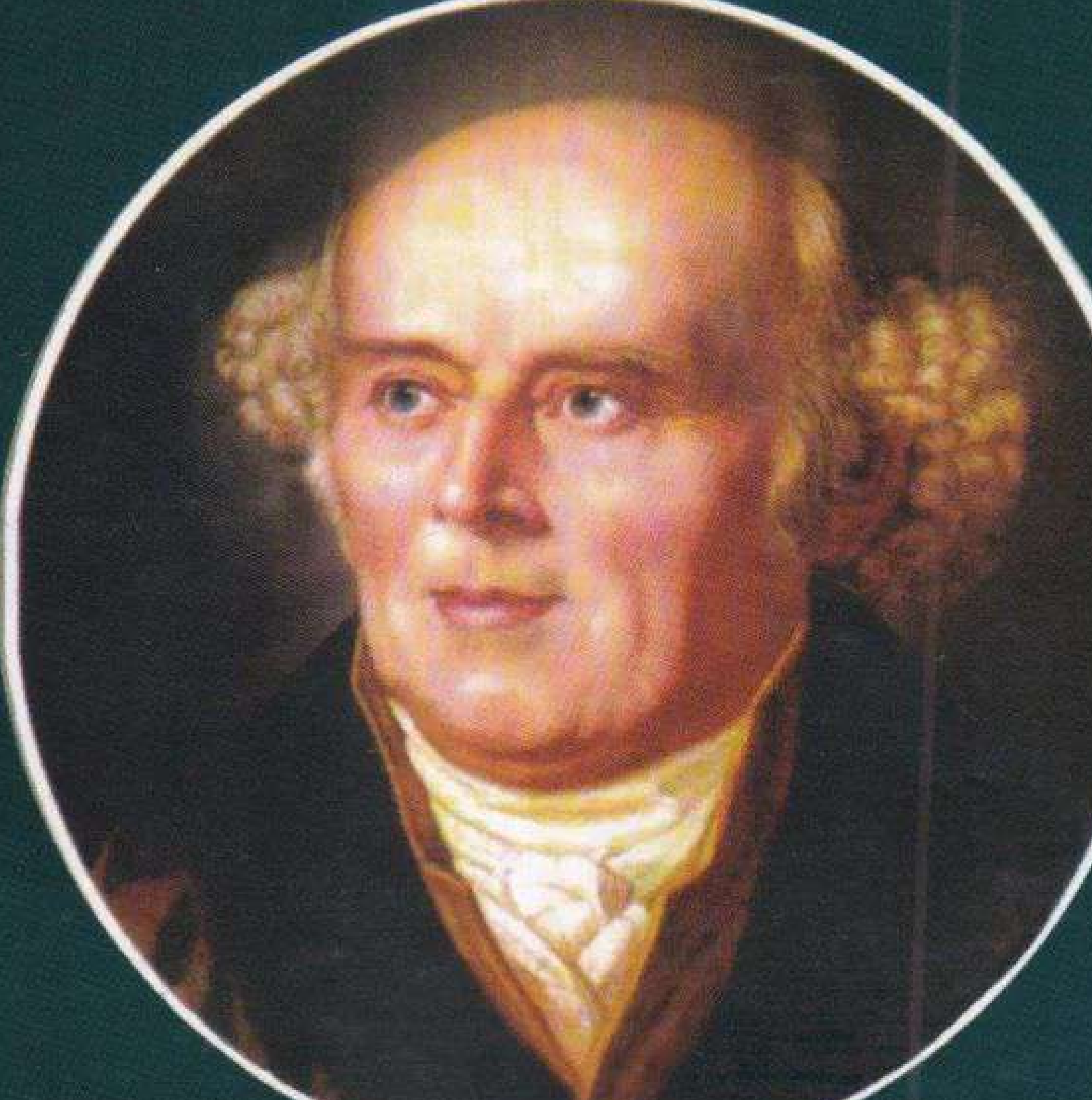

ডাঃ জি. দীর্ঘাঙ্গী

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রন্থকারের আলোকচিত্র	৩
উৎসর্গ	৪
ষ্টেট্-ফ্যাকালটী-পরীক্ষা-উপসমিতি গৃহীত প্রস্তাব	৫
দশম সংস্করণ প্রকাশকের নিবেদন	৬
নবম সংস্করণ প্রকাশকের নিবেদন	৭
অষ্টম সংস্করণ প্রকাশকের নিবেদন	৮
সপ্তম সংস্করণ প্রকাশকের নিবেদন	৯-১০
ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশকের নিবেদন	১১
হ্যানিম্যানের লিখিত অর্গ্যাননের ভূমিকা	৩১-৭৪
মহাত্মা হ্যানিম্যানের জীবনী	২১-২৬
৫ম ও ৬ষ্ঠ সংস্করণের মুখবন্ধ (হ্যানিম্যান)	২৭-৩০
অর্গ্যাননের সংক্ষিপ্তসার	৭৫-১১৮
প্রথম সংস্করণে অনুবাদকের নিবেদন (গ্রন্থকার)	১৩-১৫
দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন (গ্রন্থকার)	১৬
চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন (গ্রন্থকার)	১৭-১৮
পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন (গ্রন্থকার)	১৯
অর্গ্যানন	১১৯-৫৫৩
অর্গ্যাননে মীমাংসিত প্রশ্নাবলী	৫৫৪-৫৬৪
পাদটীকা অনুবাদকের মুখবন্ধ	৫৬৫
বিশেষজ্ঞগণের অভিমত	৫৬৬-৫৭৫

মন্দ হইত বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাই হইল প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি যাহাকে "এলোপ্যাথি" এই নামে অভিহিত করা হয়।

৩। অনেক চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রের আনুষঙ্গিক বিজ্ঞানসমূহের যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Philosophy), রসায়নশাস্ত্রে (Chemistry), প্রাকৃতিক ইতিহাসের (Natural History) এবং তাহার বিভিন্ন শাখা বিশেষতঃ মানব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানসমূহের যেমন নরতত্ত্ব (Anthropology), শরীর-সংস্থান-বিজ্ঞান (Anatomy) প্রভৃতির সেবা করিয়াছেন। তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া, আমি চিকিৎসার ব্যবহারিক ক্ষেত্র, কেবল আরোগ্যকলা লইয়াই আলোচনা করিব। দেখাইব, কি প্রকারে রোগসমূহ এতাবৎ অযথাভাবে চিকিৎসিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপত্রসমূহের পুস্তক দেখিয়া যন্ত্রচালিতবৎ গতানুগতিকভাবে মূল্যবান মানবজীবনের চিকিৎসার প্রতি আমি দৃক্‌পাত করিব না। ঐ সকল ব্যবস্থাপত্রপূর্ণ পুস্তকসমূহের অবিরল প্রকাশ দেখাইতেছে যে, হায়! তাহারা এখনও কত সচরাচর ব্যবহৃত হয়। তাহা সাধারণ চিকিৎসকগণের নিম্নতম স্তরের ব্যক্তিগণেরই ঘৃণিত বৃত্তি বলিয়া আমি তাহাকে উপেক্ষা করিব। আমি কেবল এ পর্যন্ত অনুসৃত চিকিৎসাকলা যাহা তাহার প্রাচীনত্বের গর্ব করে এবং আপনাকে বৈজ্ঞানিকত্বের অধিকারী বলিয়া অনুমান করে, তাহার বিষয়ই বলিব।

৪। প্রাচীন চিকিৎসার পক্ষপাতীরা এই বলিয়া বৃথা আত্মপ্রশংসা করেন যে, তাঁহারাই কেবল ইহার জন্য "বিচারমূলক চিকিৎসা" এই আখ্যার দাবী ন্যায়তঃ করিতে পারেন। কারণ, কেবল তাঁহারাই রোগের কারণ নির্ণয় ও তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন এবং প্রকৃতি যে প্রথা অবলম্বন করে তাঁহারা রোগসমূহে তাহারই অনুসরণ করেন।

৫। তাঁহারা তারস্বরে অবিরত বলেন, "কারণ দূর কর।" কিন্তু তাঁহারা এই অন্তঃসারশূন্য চীৎকার ব্যতীত আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল কল্পনাই করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা রোগের কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা ইহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, যেহেতু ইহা অনুভবনীয় এবং আবিষ্কারযোগ্য নহে। কারণ, অধিকাংশ রোগই উৎপত্তি ও প্রকৃতি হিসাবে শক্তিময় (ভৌতিক)। তজ্জন্য তাহাদের কারণও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাঁহারা বলপূর্বক অনুমান করিয়া একটি কারণ নির্ধারণ করেন। মানবশরীরের চেতনহীন স্বাভাবিক অংশসমূহের (Anatomy) পরিদর্শন করিয়া তাহার সহিত সেই সেই অংশে রোগগ্রস্তের মৃত্যুর পর পরিদৃশ্যমান পরিবর্তনসমূহের (Pathological Anatomy) তুলনা করিয়া অথবা সুস্থ জীবনের অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াকলাপসমূহ (Physiology) এবং অসংখ্য রুগ্নাবস্থার অবিরল পরিবর্তনসমূহের (Pathology, Semeiotics) তুলনা দ্বারা তাঁহারা যাহা অনুমান করেন, তদ্বারা রুগ্ন মানবের আভ্যন্তরিক সত্তায় যে সকল পরিবর্তন

সাধিত হয়, তাহাদের অদৃশ্য প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হন, তাহা অনুমানের অস্পষ্ট চিহ্ন মাত্র।[১] তাহাকেই রোগের প্রধান কারণ বলিয়া কল্পনাত্মক চিকিৎসাতন্ত্র ধারণা করেন। এজন্য ইহা ঠিক একই সময়ে হইতেছে, রোগের নিকটতম কারণ এবং রোগের আভ্যন্তরিক মৌলিক সত্তা বা রোগটিই, যদিও নির্ভুল মানবীয় বিচারে আমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, কোনও বস্তু বা ঘটনার কারণ, কখনই একই সময়ে সেই বস্তু বা সেই ঘটনাটি হইতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহারা আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত কি প্রকারে এই অননুভবনীয় মৌলিক সত্তাকে চিকিৎসার বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন এবং ইহার জন্য এরূপ ঔষধসমূহের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং ইহার জন্য এরূপ ঔষধসমূহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, যাহাদের আরোগ্যকারী শক্তি তদ্রূপই অপরিচিত এবং এমন কি এইরূপ অপরিচিত ঔষধসমূহের অনেকগুলিকে এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রদান করেন যাহাকে ঔষধের ব্যবস্থা বলা হয়?

৬। কিন্তু এই মহতী সমস্যা অর্থাৎ রোগের অদৃশ্য আভ্যন্তরিক কারণ অনুমান দ্বারা আবিষ্কার, পুরাতন তন্ত্রের চতুর চিকিৎসকগণ কর্তৃক সত্যই লক্ষণসমূহের পরিচালনায়, উপস্থিত রোগের সম্ভবপর সাধারণ প্রকৃতি বলিয়া

---

[১] (পাদটীকা—১) ইহা অধিকতর সুস্থ মানবীয় যুক্তি ও প্রকৃতিসম্মত হইত যদি তাঁহারা রোগ নিরাময়ের জন্য উৎপাদনকারী কারণকে পীড়ার কারণরূপে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন এবং এইরূপে সেই চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেন, যাহা উৎপন্নে সদৃশ এবং একই কারণসম্বলিত রোগগুলিতে কার্যকরী হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—পূর্ববর্তী সকল প্রকার উপদংশজনিত ক্ষতের (venereal chancres) ন্যায় অসৎ সঙ্গমজনিত (impure coitus) লিঙ্গমুন্ডের দূষিত ক্ষতে (ulcer of the glans) পারদ সমান ফলপ্রদ। আমি বলি যে, এক বা বিভিন্ন সময়ে চুলকনা রোগবীজের (psora) সঙ্গে অন্যান্য অযৌন চিররোগ-বীজের উত্তেজক কারণ তাঁহারা আবিষ্কার ও তাহাদের জন্য একই প্রকার সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু যদি তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষত্বের প্রতি মনোযোগ দিতেন তাহা হইলে প্রতিটি চিররোগ আরোগ্য হইতে পারিত,—একমাত্র তখনই তাঁহারা চিররোগ চিকিৎসায় কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় এবং চির-(অযৌন) রোগের সক্রিয় কারণ সম্বন্ধে ধারণা আছে বলিয়া গর্ব করিতে পারিতেন এবং ইহারই ভিত্তিতে এই রোগগুলি চিকিৎসায় তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ তাঁহারা লক্ষ লক্ষ চিররোগ আরোগ্যে অক্ষম হইয়াছেন কারণ, আদি রোগবীজেই (psoric miasm) ইহার কারণ নিহিত তাহা তাঁহারা জানিতেন না (সদৃশপদ্ধতিই প্রথমে তাহা আবিষ্কার এবং পরে উপযুক্ত চিকিৎসার পথ প্রদর্শন করে), তবুও তাঁহারা বাহাদুরি করিয়া থাকেন যে এই রোগগুলির চিকিৎসায় প্রধান কারণের ধারণা এবং তাহাদের যুক্তিসম্মত চিকিৎসা তাঁহারা একাকীই করিয়াছেন, যদিও আদি রোগে নিহিত মূল, এই রোগের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি তাঁহাদের ছিল না এবং ফলস্বরূপ সকল চিররোগ চিকিৎসায় তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

যাহাকে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে,[২] তাহারই অনুসন্ধানে পর্যবসিত হইল—ইহা আক্ষেপ বা দুর্বলতা বা পক্ষাঘাত বা জ্বর বা প্রদাহ বা অসাড় কাঠিন্য, এই বা অন্য অংশের বাধা, রক্তাধিক্য (Plethora), রসমধ্যে অম্লজান, অঙ্গার, জলজান বা যবক্ষারজানের আধিক্য বা অল্পতা, ধমনী, শিরা বা কৈশিকাদি নাড়ীচক্রের ক্রিয়ার হ্রাস বা বৃদ্ধি অথবা অনুভূতি, উত্তেজনা বা প্রজনন প্রভৃতির ভাগের সম্বন্ধে বিপর্যয় কি না? পুরাতনতন্ত্রী ও চিকিৎসকগণ কর্তৃক এই সকল অনুমান কারণাভাষ বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম্ভবপর যুক্তিধারা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে কিন্তু সেগুলি কেবল অনুমান মাত্র। তাহারা এত ভ্রান্তিময় এবং কল্পনাত্মক যে তাহাদের ব্যবহারিক কোনও উপকারিতা নাই। যদিই তাহাদের ভিত্তি দৃঢ় হয় তথাপি তাহারা কোন রোগের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ঔষধের নির্দেশ প্রদানে অক্ষম। বাস্তবিকই তাহারা বিজ্ঞ কল্পনাকৌশলীদের গর্বের উৎসাহজনক হইলেও, চিকিৎসাক্ষেত্রে পরিচালক হিসাবে ব্যবহৃত হইলে তাহারা কুপথ প্রদর্শন করে এবং কোনও রোগের পক্ষে আরোগ্যের নির্দেশক অপেক্ষা আড়ম্বরের পরিচয় তাহার প্রদর্শন করিয়া থাকে।

৭। এবং কত ক্ষেত্রে এরূপও ঘটিয়াছে যে, উদাহরণস্বরূপ শরীরের কোনও এক অংশে আক্ষেপ বা পক্ষাঘাত আছে বলিয়া বোধ হইলেও, অন্য অংশে প্রদাহ স্পষ্টই বর্তমান ছিল।

৮। কিংবা অন্য পক্ষে এই সকল কল্পিত সাধারণ প্রকৃতির প্রত্যেকের নিশ্চিত ঔষধসমূহ কোথা হইতে পাওয়া যাইতে পারে? যাহারা নিশ্চিতভাবে উপকার করিতে পারে তাহারা অমোঘ ঔষধ অর্থাৎ তাহাদের ক্রিয়া রোগজ উত্তেজনার সমলক্ষণসম্পন্ন,[৩] তদ্ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অথচ তাহাদের ব্যবহারই[৪] পুরাতন তন্ত্র কর্তৃক অতীব অপকারী বলিয়া ঘোষিত এবং

---

[২] (পাদটীকা—২) প্রত্যেক চিকিৎসক যিনি এরূপ সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিকিৎসা করিয়া থাকেন তিনি যতই সদৃশ্য পদ্ধতির চিকিৎসক নামের দাবী করুন না কেন, তিনি সামান্যকরণকারী (generalising) অসদৃশপন্থী চিকিৎসকই এবং চিরকালই তাহা থাকিবেন, কারণ অতি সূক্ষ্ম পৃথকীকরণ (individualisation) ব্যতীত সদৃশপদ্ধতি বোধগম্য হয় না।

[৩] (পাদটীকা—৩) সদৃশবিধানসম্মত (homœopathic)।

[৪] (পাদটীকা—৪) যেখানে অভিজ্ঞতা সদৃশবিধানমতে ক্রিয়ারত ঔষধগুলির আরোগ্যকারী শক্তি প্রমাণ করিয়াছিল কিন্তু ক্রিয়া-প্রণালী ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই সেখানে উক্ত ঔষধগুলিকে বিশেষ ঔষধ (specific) এই কথা বলিয়া অসুবিধা পরিহার করা হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এই অর্থহীন শব্দ দ্বারা আরও অনুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, সমপ্রকৃতিসম্পন্ন উত্তেজক (homogeneous) বিশেষ (সদৃশবিধানসম্মত) ঔষধগুলি বহুদিন যাবৎ অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাববিশিষ্ট বস্তুরূপে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল—Rau, *On the Value of the Homœopathic Method of Treatment*, Heidelberg, 1824, pp. 101, 102.

নিষিদ্ধ হয়। কারণ, সমীক্ষা দ্বারা দেখা যায়, রোগে এই সকল ঔষধের সমলক্ষণসম্পন্ন উত্তেজনা গ্রহণের যোগ্যতা এত অধিক বৃদ্ধি পায় যে তাহাদের সাধারণ অতিরিক্ত মাত্রা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়। পুরাতন তন্ত্র কখনও ক্ষুদ্রতর মাত্রা বা অতিরিক্ত ক্ষুদ্র মাত্রা সম্বন্ধে স্বপ্নও দেখে নাই। সুতরাং সরল (সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক) উপায়ে সমলক্ষণসম্পন্ন অমোঘ ঔষধসমূহ দ্বারা আরোগ্যের চেষ্টাই করা হয় নাই। ইহা করাও যায় নাই, কারণ অধিকাংশ ঔষধের ক্রিয়া অপরিচিত ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। এমন কি তাহারা পরিচিত হইলেও, সাধারণভাবে ব্যবহারের যেরূপ ধারণা করা হইত তদ্বারা প্রকৃত ঔষধের নির্ধারণ অসম্ভব।

৯। যাহা হউক, বক্র পথসমূহের অনুসরণ না করিয়া যদি সম্ভব হয় অন্য এক পন্থার, একটি সরল পথের অনুসন্ধানই যুক্তিযুক্ত বুঝিতে পারিয়া, পুরাতন তন্ত্র বিশ্বাস করিয়াছিল, ইহা (কল্পিত) স্থূল কারণ দূর করিয়া প্রত্যক্ষভাবে রোগ আরোগ্য করিতে পারিবে। কারণ, সাধারণ চিকিৎসকগণের পক্ষে কোনও রোগের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিবার কালে, তদপেক্ষা আরোগ্যনির্দেশক লক্ষণসমূহের অনুসন্ধানকালে আপনাদের এই সকল স্থূল ধারণা পরিহার করা এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম মিশ্রিত এই শরীরের প্রকৃতিকে এরূপ উচ্চশক্তিকে পরিণত সত্তা বলিয়া ধারণা করা অল্প অসম্ভব নয়, যাহার অনুভূতি এবং প্রক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তনসমূহ যাহাদের রোগ বলা হয়, তাহারা প্রধানতঃ যদি কেবলমাত্রও না হয়, সূক্ষ্ম (ভৌতিক) প্রভাবে উৎপন্ন হয়, অন্য কোনও প্রকারে হইতে পারে না।

১০। যে সকল বস্তু রোগ কর্তৃক পরিবর্তিত হইয়াছিল, যে সকল অস্বাভাবিক বস্তু রক্তসঞ্চয়াদিতে উৎপন্ন হয়, তথা সে সকল বস্তু শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, পুরাতন তন্ত্র তাহাদের রোগোৎপাদক কিংবা তাহাদের অনুমানসিদ্ধ প্রতিক্রিয়ার শক্তির জন্য রোগ পরিপোষক বলিয়া ধারণা করে এবং এই শেষোক্ত ধারণা আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

১১। এজন্য তাঁহারা রোগের এই সকল অনুমানসিদ্ধ এবং ধারণাসিদ্ধ স্থূল কারণসমূহকে দূর করিবার চেষ্টায় নির্মূল করিয়া আরোগ্যের স্বপ্ন দেখিতেন। সেইজন্য পিত্তজ্বরে বমি দ্বারা অধ্যবসায়-সহকারে পিত্ত বহিষ্করণ, তাঁহাদের তথাকথিত পাকাশয়ের গোলযোগে[৫] বমিজনক ঔষধাদি, তাঁহাদের যে সকল

---

[৫] (পাদটীকা—৫) অনবরত দূষিত খাদ্যের স্বাদযুক্ত উদ্গারসহ পাকস্থলীর আকস্মিক বিশৃঙ্খলতা, যাহার সঙ্গে চেতনার অবদমন (depression of spirits) এবং হস্ত-পদের শীতলতা ইত্যাদি থাকে, সেখানে সাধারণ চিকিৎসক অদ্যাবধি, পাকস্থলীর মধ্যে অপজাত বস্তুগুলিকে পরিষ্কার করিতে সক্ষম এমন একটি শক্তিশালী বমনকারক ঔষধ ব্যবহারে অভ্যস্ত। এই বিষয়টি সাধারণতঃ ইপিক্যাকুহানা (ipecacuanha) সহযোগে বা ব্যতিরেকে টার্টার এমেটিক (tartar emetic) দ্বারা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার পরে রোগী সুস্থ, সতেজ এবং প্রফুল্ল বোধ করে কি? মোটেই না। পাকস্থলীর ঐরূপ বিশৃঙ্খলতা সাধারণতঃ সূক্ষ্ম-কারণ-

জাত (dynamic origin) মানসিক গোলযোগ (দুঃখ, ভয়, ক্রোধ), শৈত্য, আহারের পর মন এবং শরীরের অতি পরিশ্রমের ফলে ঘটিয়া থাকে। ঐ ঔষধ দুইটি যেমন এই সূক্ষ্ম বিশৃঙ্খলা দূর করিবার উপযুক্ত নয়, এবং তাহারা যে দ্রুত আবর্তনশীল বমন উৎপন্ন করে, তাহাও ঠিক তেমনি অনুপযুক্ত। অধিকন্তু 'টার্টার এমেটিক' এবং 'ইপিক্যাকুহানা'র মধ্যে নিহিত অন্যান্য বিশেষ রোগোৎপাদনকারী ক্ষমতাগুলি রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে আরও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, এবং পিত্তক্ষরণের বিশৃঙ্খলা ঘটায়; সুতরাং রোগী অত্যন্ত শক্তিশালী না হইলে এই কপট-কারণ-সম্মত চিকিৎসার (pretended causal treatment) করিবার ফলে রোগী দীর্ঘদিন অসুস্থতা অনুভব করে, তাহা সত্ত্বেও পাকস্থলীর আধেয় সমস্ত বস্তুগুলিকে প্রচন্ড বেগে বাহির করা হয় কিন্তু রোগীটি যদি সাংঘাতিক এবং সর্বদা (ক) ক্ষতিকারক রেচকক্রিয়াসম্পন্ন ঔষধাদি (evacuant) গ্রহণের পরিবর্তে উষ্ণ তরলীকৃত (শক্তিকৃত?) 'পালসেটিলা'র দ্রবণে সরিষার মত ক্ষুদ্র দানা ভিজাইয়া কেবলমাত্র একবার তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করে তদ্দ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের অধিকাংশ এবং বিশেষতঃ পাকস্থলীর বিশৃঙ্খলা নিশ্চয় বিদূরিত হইয়া থাকে,—দুই ঘন্টার মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে; এবং যদি পুনরায় উদ্গার দেখা দেয় তবে তাহা স্বাদ ও গন্ধবিহীন হয়; পাকস্থলীর মধ্যে অবস্থিত বস্তুগুলির দূষিতাবস্থা কমিয়া আসে এবং পরবর্তী আহারের সময় সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সজীব হইয়া উঠে। ইহাই সত্যকার কারণসম্মত আরোগ্য; পূর্বেরটি একটি মনগড়া চিকিৎসামাত্র এবং রোগীর উপর ইহার একটি ক্ষতিকর প্রভাব আছে।

এমন কি অপাচ্য খাদ্য দ্বারা পাকস্থলী অতিশয় বোঝাই হইলেও কখনই বমনকারক ভেষজের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ আধিক্য হইতে পরিত্রাণের উপায় প্রকৃতিই খাদ্যনালীর মধ্য দিয়া বমনেচ্ছা, অসুস্থতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত বমন দ্বারা করিয়া থাকে। ইহা সম্ভবতঃ তালু ও গলার মধ্যে (fauces) যান্ত্রিক প্রদাহের ফলে হয় এবং এই উপায়ে বমনকারক ভেষজগুলির আনুষঙ্গিক ফলাফলগুলি এড়ান হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ 'কফি' পাকস্থলীতে অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে নিম্নগামী করিতে ত্বরান্বিত করিয়া থাকে।

কিন্তু যদি পাকস্থলী অধিক বোঝাই হইবার পরেও ইহার উত্তেজনা স্বতঃস্ফূর্ত বমন করাইবার জন্য যথেষ্ট না হয় বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তাহার ফলে ঐ ভাবটি তাহাতে নির্বাপিত হয়, যে অবস্থায় উদরের উপর ভাগে (epigastrium) অত্যন্ত বেদনা হয়, পাকস্থলীর সেইরূপ অক্ষম অবস্থায়, বমনকারক ঔষধ সাংঘাতিক ক্রিয়া বা অন্ত্রের মারাত্মক প্রদাহ উৎপন্ন করে; সেখানে সামান্য পরিমাণ কফির ক্বাথ বারম্বার ব্যবস্থায় পাকস্থলীর স্তিমিত উত্তেজনাকে সূক্ষ্মভাবে উন্নত করে এবং ইহার আধেয় বস্তুগুলি যতই বেশী হউক না কেন বহিষ্কার করিবার অবস্থায়, হয় ঊর্ধ্বমুখে না হয় নিম্নমুখে আসিয়া থাকে। সুতরাং এই স্থানেও কারণসম্মত চিকিৎসার ভান অপ্রাসঙ্গিক।

যদিও চিররোগের রোগীর কটুস্বাদ পাচকঅম্ল (gastric acid) উদ্গার বিরল বিষয় নহে, এবং বর্তমানে বমনকারী পদার্থ দ্বারা সবেগে তাহা অত্যন্ত কষ্টের সহিত বহিষ্কার করা যাইতে পারে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণই বৃথা, কারণ আগামী কাল বা কয়েক দিন পরে সাধারণত অধিক পরিমাণ সদৃশ কটুস্বাদ পাচকঅম্ল দ্বারা তাহা পুনরায় পূর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে উষ্ণ তরলীকৃত (diluted) 'সালফিউরিক এসিডে'র একটি ক্ষুদ্র মাত্রা ইহার সূক্ষ্ম কারণকে বিদূরিত করে, তখন ইহা আপনিই চলিয়া যায়, বা যদি ইহা বারম্বার ফিরিয়া আসে সেখানে বাকী লক্ষণগুলির সদৃশ আদি রোগনাশক (antipsoric) ঔষধাবলীর ক্ষুদ্রতম মাত্রার প্রয়োগই অধিকতর শ্রেষ্ঠ। পুরাতন পদ্ধতির চিকিৎসকগণের কপট-কারণসিদ্ধ আরোগ্যের (pretended causal cures) অনেকগুলি ঐরূপ প্রকারের। সূক্ষ্ম বিশৃঙ্খলার স্থূল পরিমাণ দূরীকরণে তাঁহাদের প্রধান প্রচেষ্টাই বিরক্তিকর অস্ত্রচিকিৎসা—যাহা তাহাদের নিজেদের পক্ষেও কষ্টকর এবং রোগিগণেরও ক্ষতিকারক; অথচ যদি তাঁহারা পীড়ার সূক্ষ্ম-উৎস (dynamic source) উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ইহাকে বা ইহার পরিণামকে সদৃশবিধান দ্বারা (homœopathically) নির্মূল করিতে পারেন তবেই তাঁহারা যুক্তিসম্মত আরোগ্য করিতে পারিবেন।

শিশুর মুখমন্ডল ফ্যাকাসে এবং যাহারা অতিরিক্ত ক্ষুধা, উদরশূল,[৬] উদরবৃদ্ধি রোগে ভোগে, তাহাদের সযত্নে বিরেচক ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মা, ছোট ছোট এবং বড় বড় কৃমি দূর করা, রক্তস্রাবে[৭] শিরা কর্তন এবং আরও বিশেষতঃ প্রদাহের প্রধান ঔষধ।

সর্বপ্রকার রক্তমোক্ষণ,[৮] যে প্রদাহ তাঁহারা এক্ষণে এক রক্তপিপাসু প্যারীর চিকিৎসকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া (যেমন মেষের পাল গলায় ঘণ্টাবাঁধা

---

[৬] (পাদটীকা—৬) অবস্থাগুলি আদিরোগ সংক্রমণের (psoric taint) উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং বমন বা মল নিঃসরণকারী ঔষধ ব্যতীতই মৃদু (সূক্ষ্ম) আদিরোগনাশক ঔষধসমূহের দ্বারা আরোগ্য লাভ করে।

[৭] (পাদটীকা—৭) তৎসত্ত্বেও সকল প্রকার অস্বাভাবিক রক্তপাত জীবনীশক্তির (স্বাস্থ্যের অবস্থা) সূক্ষ্ম বিশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে, যদিও পুনরায় পন্থায় চিকিৎসকগণ রক্তের আধিক্যকেই তাহাদের কারণস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন এবং উক্ত অপরিহার্য জলীয় পদার্থটির অনুমিত প্রাচুর্য বাহির করিতে রক্ত মোক্ষণ করা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। সে যাহাই হউক, উক্ত পদ্ধতির অনিষ্টকর প্রভাব অনুভব করা যায়, যেমন শক্তির দৌর্বল্য এবং সন্নিপাতের অচেতন অবস্থা (typhoid state) প্রবণতা বা যথার্থই তাহাতে রূপান্তর, যাহা তাঁহারা তখন প্রায় অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন এবং রোগীটির ধরনই সাংঘাতিক বলিয়া থাকেন,—উপসংহারে, এমন কি যখন রোগী আরোগ্যের পথে যায় না তখনও তাঁহারা ভাবেন তাঁহাদের চিকিৎসা কারণ-দূরকারী (*causam tolle*) স্বতঃসিদ্ধ সত্য পন্থা অনুসারে হইতেছে এবং তাঁহাদের কথাবার্তার ধরন এইরূপ যে ফলাফল যাহাই হউক তাঁহারা রোগীটির জন্য তাঁহাদের শক্তি অনুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[৮] (পাদটীকা—৮) যদিও খুব সম্ভবতঃ জীবন্ত মানবশরীরে এক ফোঁটা রক্ত বেশী থাকিতে পারে না, তবুও পুরাতনপন্থী চিকিৎসকগণ কাল্পনিক রক্তাধিক্যকেই সকল প্রকার রক্তস্রাব বা প্রদাহের প্রধান স্থূল-কারণ (material cause)-স্বরূপ মনে করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহারা শিরা-ছেদন (venesections), শোষণ (cupping), বা জোঁক (leeches) বসাইয়া রক্ত অপসারিত এবং নিষ্কাশন করিয়া থাকেন। ইহাকেই তাহারা যুক্তিসম্পন্ন চিকিৎসা-প্রণালীর কারণসম্মত ঔষধপ্রয়োগ মনে করিয়া থাকেন। সাধারণ প্রাদাহিক জ্বরে অচির বক্ষঝিল্লী-প্রদাহে (acute pleurisy) এমন কি তাঁহারা মনে করেন যে রক্ত ঘনীভবনকারী (coagulable lymph)—যাহা ধূসরাভ আবরণ (buffy coat) নামেও অভিহিত হয় তাহা "দূষিত পদার্থ" (Materia Peccans) এবং প্রতিবারে রক্তমোক্ষণে ঐ আবরণ অধিকতর দৃঢ় এবং পুরু হওয়া সত্ত্বেও সম্ভব হইলে পুনঃপুনঃ শিরা-ছেদন দ্বারা তাঁহারা ঐ দূষিত পদার্থ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। যখন প্রাদাহিক জ্বর কমে না তখন এই ধূসরাভ আবরণ বা কাল্পনিক রক্তাধিক্য কমাইতে তাঁহারা রক্তপাত ঘটাইয়া রোগীকে মরণাপন্ন করিয়া তোলেন। কিন্তু তাঁহারা সন্দেহ করেন না যে, ঐ প্রাদাহিক রক্ত যাহার ফল,—সেই অচিরজ্বর বিকৃত, অতীন্দ্রিয় (সূক্ষ্ম) প্রাদাহিক উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয় এবং শেষোক্ত কারণটিই সংবহনতন্ত্রের গোলযোগের একমাত্র কারণ। ইহা সমজাত (সদৃশবিধানসম্মত) ঔষধের একটি ক্ষুদ্রতম মাত্রার দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে, যথা—উদ্ভিজ্জ অম্লবর্জিত একোনাইট রসের দশলক্ষের দশঘাতে বিভক্ত (decillion-fold) তরলীকরণে সিক্ত একটি ক্ষুদ্র দানা সামান্যতম রক্তমোক্ষণ এবং প্রদাহনাশক (antiphlogistic) ঔষধ ব্যতিরেকেই কয়েক ঘণ্টা, খুব বেশী হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অত্যন্ত সাংঘাতিক বক্ষঝিল্লী প্রাদাহিক জ্বর এবং ইহার সকল উদ্বেগজনক আনুষঙ্গিক লক্ষণাবলীকে স্বাস্থ্যে পরিবর্তন এবং আরোগ্য করে। (তখন শিরা হইতে সামান্য পরিমাণ রক্ত বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলে ধূসরাভ আবরণের কোন চিহ্নই দেখা যায় না); অথচ পুরাতনপন্থীগণের যুক্তিসম্মত চিকিৎসায় চিকিৎসিত একই প্রকার রোগাক্রান্ত অপর একটি রোগী বারম্বার অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং অবর্ণনীয় কষ্টকর রক্তপাত দ্বারা, বর্তমানের জন্য জীবনে বাঁচিয়া গেলেও কাহিল হওয়া শরীরকে দাঁড় করাইতে বেশ কয়েক মাস সময় লইয়া থাকে।

হ্যানিমান-লিখিত অর্গ্যাননের ভূমিকা

চিকিৎসাবিধান, অসমমত এবং প্রাচীন চিকিৎসাতন্ত্রে অনুসৃত আপাতোপশমক চিকিৎসার সমালোচনা

তৎসহ, ডাঃ উইলিয়াম বোরিকের পাদটীকার বঙ্গানুবাদ

[পাদটীকা ছোট অক্ষরে মুদ্রিত হইল—প্রকাশক]

১। জীবনধারণাবধি মানবগণ ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগতভাবে ভৌতিক বা নৈতিক কারণজ রোগসমূহের কবলিত হইয়াছে। প্রকৃতির অমার্জিত অবস্থায় ঔষধসমূহের প্রয়োজন অল্পই হইত। কারণ, সরলভাবে জীবন যাপন করায়, রোগের আবির্ভাব প্রায় হইত না। মানব জাতির পরিমার্জিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রোগোৎপত্তির সুযোগ এবং ঔষধের সাহায্যের আবশ্যকতা সমান অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সময় হইতে (হিপক্রেটিসের মৃত্যুর অল্প দিন পর হইতেই অর্থাৎ ২৫০০ বৎসর) মানবগণ অবিরত বর্ধনশীল বহুবিধ রোগের চিকিৎসায় ব্যাপৃত থাকিয়া এবং আত্মগরিমায় বিপথগামী হইয়া, যুক্তি ও অনুমান দ্বারা এই সাহায্য প্রদানের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিল। রোগসমূহের প্রকৃতি এবং তাহাদের ঔষধ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা কত ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সকল ধারণাপ্রসূত মতগুলি ভিন্ন ভিন্ন তথাকথিত চিকিৎসা প্রথার সৃষ্টি করিল, তাহাদের প্রত্যেকটি অবশিষ্টগুলি হইতে পৃথক এবং আত্মবিরোধীও হইল। এই সকল কৌশলপূর্ণ বিবৃতি, তাহাদের অন্তর্নিহিত দুর্বোধ্য জ্ঞানে প্রথমে পাঠকগণকে আশ্চর্যে অভিভূত করিত এবং ঐ মতবাদের কর্তার নিকট অনেক অনুচরকে আকর্ষণ করিত, যাহারা তাঁহার অস্বাভাবিক বৃথা যুক্তির পুনরাবৃত্তি করিত কিন্তু ইহা তাহাদের কাহাকেই অধিকতর উত্তম আরোগ্যবিধানে সমর্থ করিতে অণুমাত্র কার্যকরী হইত না, যে পর্যন্ত না অপর একটি, প্রায়ই প্রথমটির সম্পূর্ণ বিরোধী প্রথা আসিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়া ক্ষণস্থায়ী খ্যাতি লাভ করিত। ঐ প্রথাগুলির মধ্যে কোনটিই কিন্তু প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিত না। ঐগুলি কেবল আরোপিত ফলসমূহ হইতে চতুরতাময় বুদ্ধি দ্বারা গ্রথিত কল্পনার জাল মাত্র। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, রোগীর চিকিৎসায় ঐগুলি দ্বারা কোনও কার্যই হইত না। কারণ উহারা অতিরিক্ত চাতুর্যজাত এবং প্রকৃতির বিরোধী। উহাদের দ্বারা বৃথা বাদানুবাদ চলিত মাত্র।

২। তৎকালেই কিন্তু এই সকল মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এক প্রকার চিকিৎসা প্রথা উপজাত হইল। তাহা যথেচ্ছভাবে নির্ধারিত রোগসমূহে বহুবিধ অপরিচিত ভেষজ দ্রব্যের সংমিশ্রণকে যেন কোনও স্থূল বস্তুর বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিত। ইহা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি এবং অভিজ্ঞতার বিরোধী সুতরাং তাহার ফল